দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 7 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ক্যাম্পাস বাস চালুর দাবিতে চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে ॥ আজ ও কাল ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার অবরোধের ডাক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ক্যাম্পাস বাস চালুর দাবিতে অব্যাহত ছাত্র আন্দোলনের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আবারও স্থবিরতা নেমে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনের অনমনীয় মনোভাবের কারণে পরিস্থিতি দিন দিন জটিল রূপ নিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য পুনরায় আজ শনিবার ও কাল রবিবার স্বতঃস্ফূর্ত ক্লাস বর্জনসহ ১০ আগস্ট থেকে লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে।

এদিকে অব্যাহত ছাত্র বিক্ষোভের ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থার এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও অচলাবস্থা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে শনিবার সাধারণ সিন্ডিকেট সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলাপকালে এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ক্যাম্পাস বাস বন্ধের ব্যাপারে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই প্রত্যাহার করা হবে না। বরং ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবে কাটা পাহাড়ের মাঝখানে নতুন সড়কের দুপাশে প্রয়োজনে শেড নির্মাণ করা হবে। বাস বন্ধের ফলে সাশ্রিত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব খোলা হবে, যাতে অবসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার প্রযুক্তিতে অগ্রসর হতে পারে। তবে আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনও তাদের দাবিতে অনঢ়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে তারা দীর্ঘমেয়াদী যেকোন কঠোর কর্মসূচী পালনে বদ্ধপরিকর বলে জানান। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল করে দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীও দাবি আদায়ে ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচীর সাথে একাত্ম ঘোষণায় সদা প্রস্তুত বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়।

অপরদিকে বাসের বিকল্প হিসাবে ক্যাম্পাস থেকে শহরের বিভিন্ন রুটে টেম্পো সার্ভিসের পাশাপাশি শাটল ট্রেনের সময়সূচী কিছুটা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহর অভিমুখী ছাত্রছাত্রীদের অত্যধিক ভিড়ের কারণে ৩টা ২০ মিনিটের নির্ধারিত শাটল ট্রেনটি ২টা ২০ মিনিটে এগিয়ে আনা হচ্ছে। এতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট লাঘব হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। এছাড়া রাত সাড়ে ৭টার শাটল ট্রেনটি ৮টায় ছাড়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।